Political Science (Generic Elective – 2nd Semester)

GE-2: Governance : Issues and Challenges .

Topic no. 1. Government and Governance : concepts.

State , Market and Civil Society

By- Shyamashree Roy, Assistant Professor of Political Science

রাজ্য, বাজার এবং নাগরিক সমিতি

বিশ্বায়ন একটি জটিল ঘটনা, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবণতা এবং প্রবণতা ধারণ করে। এটির একটি বহুমাত্রিক চরিত্র রয়েছে এবং এটি নিজেকে একটি অনন্য সংজ্ঞাতে ধার দেয় না। সরলতার উদ্দেশ্যে, এটি পণ্য, পরিষেবা, মূলধন, ধারণা, তথ্য এবং মানুষের দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান এবং তীব্র প্রবাহ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্রস সীমান্ত সংহতকরণ করে। এটি সুযোগ এবং ব্যয় উভয়ই সৃষ্টি করে এবং এজন্য এটিকে ভূতচ্যুত করা বা পবিত্র করা উচিত নয়, বা এটি বর্তমানে বিশ্বের যে বড় সমস্যাগুলি প্রভাবিত করছে তার জন্য বলির ছাগল হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। আন্তঃনির্ভরশীলতার পিছনে চারটি মূল চালিকা শক্তি রয়েছে: (১) বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উদারকরণ; (২) প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং যোগাযোগ ব্যয় হ্রাস; (৩) উদ্যোক্তা; এবং (4) গ্লোবাল সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলি। যদিও অনেকে বিশ্বাস করেন যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা বিশ্বায়নের পিছনে মূল শক্তি, তবে এই কারণগুলি এককভাবে বর্ধিত অর্থনৈতিক সংহতকরণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সরকার এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে বাজারমুখী নীতি ও বিধি বিস্তৃতকরণ এবং গ্রহণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের বৃহত্তর আন্তঃনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক সংহতকরণের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮০ এর দশকে যখন অনেকগুলি সরকার অর্থনৈতিক উদারকরণকে সমর্থন করেছিল তখন বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সংহততা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিখরচায় বাণিজ্য ধরে রাখতে এবং বাণিজ্য বাধা হ্রাস করতে উত্সাহিত করার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার প্রতিফলন হয়েছে বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কিত প্রাক্তন সাধারণ চুক্তির (জিএটিটি) একের পর এক আটটি আলোচনার রাউন্ডে, যা ১৯৯৫ সালে একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সমাপ্ত হয়েছিল – ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডাব্লুটিও)। পরবর্তীকালে কেবল পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হ্রাস হয়নি, তবে পরিষেবা ও মূলধন প্রবাহকে উদারকরণেও এগিয়েছে। ডাব্লুটিও ও সেই সাথে বাজারের

অ্যাক্সেসের শর্তাদি যেমন মানদণ্ড এবং বিধিমালা, ভর্তুকি অনুশীলন এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন নীতিমালা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পরিসীমা সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেছে। সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সংহতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পাশাপাশি পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস করার ফলে আন্তঃনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণগুলি আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহের স্বাচ্ছন্দ্য, গতি, পরিমাণ এবং মানের পাশাপাশি শারীরিক যোগাযোগকে মারাত্মকভাবে রূপান্তর করার জন্য দায়ী। গত দশকে, দুটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তথ্য প্রবাহের বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথমটি হ'ল কম্পিউটার লক্ষ লক্ষ পরিবার আক্রমণ করেছে। দ্বিতীয়টি হ'ল ইন্টারনেট প্রযুক্তির উত্থান এবং বিকাশ। প্রাক্তনটি দেখিয়েছেন যে কম্পিউটারের ভূমিকা নাটকীয়ভাবে প্রসারিত হয়েছে, কেবলমাত্র রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক সংস্থার জন্য নয়, পাশাপাশি তথ্য পুনরুদ্ধার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিক্ষা, বিনোদন এবং যোগাযোগের জন্য একটি গৃহস্থালী বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম হিসাবেও। পরবর্তী তথ্যগুলি অ্যাক্সেস, ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের প্রযুক্তিগত এবং মানবিক দক্ষতায় একটি দুর্দান্ত লাফের দিকে নিয়ে যায়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক উদারকরণের জন্য ধন্যবাদ, উদ্যোক্তারা, বিশেষত বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি সারা বিশ্বে উত্পাদন প্রক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরও উন্মুক্ত বাজারের পুরো সুবিধা নিয়েছে (ডাব্লুটিও, 1999, বার্ষিক প্রতিবেদন) 6। অর্থনৈতিক সুযোগগুলি খোলার ফলে বিদেশী মূলধন, প্রযুক্তি এবং পরিচালন, মূলত ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন (টিএনসি) থেকে দেশটির উদ্যোক্তা এবং কর্পোরেশনগুলিতে আনা যায়।

জাতীয় অর্থনীতি খোলার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ের মধ্যে একত্রীকরণ এবং অন্য দেশের মালিকদের দ্বারা এক দেশে ব্যবসায়ের সমতাতে বিনিয়োগ বা বিনিয়োগ আরও সাধারণ হয়ে উঠছে। যদিও টিএনসিগুলি কোনও নতুন অর্থনৈতিক অভিনেতা নয়, যা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তারা বিশ্বজুড়ে পরিচালনা করার পদ্ধতি এবং তাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির স্তর। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং মূলধন বাজার প্রবাহের দ্রুত প্রসার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। গত ৫০ বছরে আউটপুটের তুলনায় বাণিজ্য দ্রুত গতিতে বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে, জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে এমন ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে (ডাব্লুটিও, 1998, বার্ষিক প্রতিবেদন)। পরিবহন ব্যয় হ্রাস এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বিশেষত ইন্টারনেট, পণ্য ও পরিষেবাদি সরবরাহ ও সরবরাহের সময় এবং পদ্ধতি হ্রাস করে বাণিজ্য, আর্থিক প্রবাহ এবং তাত্পর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এমন সুযোগও রয়েছে যে এটি রফতানির জন্য তাদের বাজারের আকার প্রসারিত করে এবং বিদেশী মূলধনকে আকর্ষণ করে, যা উন্নয়নের সহায়ক হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রযুক্তি ও জানার স্থানান্তরের পক্ষে সহায়ক, যা উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

বিশ্বায়নের আর একটি ইতিবাচক প্রভাব হ'ল সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তর প্রতিযোগিতা, যা ক্রমবর্ধমান কম দামে পণ্যগুলিতে অ্যাক্সেস প্রাপ্ত গ্রাহকদের উপকার করে। যারা উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই নিখরচায় সবচেয়ে বেশি লাভ করেন তারা খুব দরিদ্রতম যেহেতু তারা আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বিনিময়ে

পণ্য কিনতে পারেন, এবং এর ফলে জীবনযাত্রার উচ্চমান রয়েছে। এই অর্থে, মুক্ত বাণিজ্যকে দারিদ্র্য হ্রাস করার একটি পরোক্ষ উপায় হিসাবে দেখা যেতে পারে। বাণিজ্য বাধা উত্তোলন, বিশ্ব মূলধন বাজারের উদারকরণ এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিশেষত তথ্য প্রযুক্তি, পরিবহন ও টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য, পণ্য ও মূলধনের চলাচল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ও ত্বরান্বিত করেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তারা যে জাতীয়-রাষ্ট্রগুলির সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন এবং সেইজন্য, বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে পরামর্শ এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে তার প্রসারণও তারা বিস্তৃত করেছে। দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণ, অর্থনৈতিক সংকট, সংগঠিত অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের মতো - আজ বিশ্বকে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তার অনেকগুলি প্রকৃতিতে ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠছে, এবং কেবলমাত্র জাতীয় পর্যায়ে বা স্টেট টু স্টেটের আলোচনার মাধ্যমে তা মোকাবেলা করা যায় না।

সার্বভৌমত্বের ক্ষতি সম্পর্কে বহু উদ্বেগ সত্ত্বেও, রাজ্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মূল অভিনেতা হিসাবে রয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজের উত্থান, এবং আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, অর্থ ও বিনিয়োগের প্রবাহের ক্রমবর্ধমান স্তর দেশ-রাষ্ট্রকে অ্যানক্রোনজমে পরিণত করে এমন জনপ্রিয় ধারণা ভুল is আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, রাজ্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করে। এ জাতীয় সম্মিলিত পদক্ষেপ অগত্যা রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে না; বরং এটি আরও স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক পরিবেশ তৈরি করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারণের বৃহত্তর সুযোগ দিয়ে তাদের জোরদার করতে পারে। সুতরাং, একটি সীমান্তহীন বিশ্বের চিত্র যেখানে জাতিরাষ্ট্রের সামান্য বা কোনও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে, দুটি বাস্তবের সহাবস্থান রয়েছে। একটি হ'ল তথাকথিত সীমান্তহীন ভার্চুয়াল বিশ্ব যেখানে ভূগোলটি গণনা করা হয় না এবং যোগাযোগ এবং ব্যবসায়িক লেনদেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটতে পারে। অন্য পৃথিবীটি এমন মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাঁর মধ্যে এখনও সীমানা গণনা করা হয়, স্থানীয় বাস্তবতা এখনও তাদের মধ্যে জটিল এবং খুব আলাদা এবং মূলত যেখানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এখনও সমাধান করা প্রয়োজন।

বিশ্বায়নের প্রয়োজন হতে পারে যে বৃহত্তর উন্মুক্ততার সাথে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যটির সক্ষমতা উন্নত করা উচিত, তবে এটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে এটির আকার বা তার মৌলিক ভূমিকাটিকে হ্রাস করবে বলে মনে হয় না। নিশ্চিত হওয়া যায় যে, রাজ্য তার নাগরিকদের মঙ্গল ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। রাষ্ট্র নীতি গ্রহণের জন্যও দায়বদ্ধ, যা বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংহতকরণের পক্ষে উপযুক্ত।

একটি বুদ্ধিমান, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

i) সুশাসন এবং আইনের শাসনের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান; (ii) বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বতন্ত্র বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান; (iii) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য কার্যকর আইনী কাঠামো; (iv) একটি উন্মুক্ত এবং

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ; (v) মূল্য স্থায়িত্ব এবং আর্থিক দায়; (vi) একটি ন্যায়সঙ্গত শুল্ক ব্যবস্থা; (vii) উন্নত ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রম, আর্থিক ও মূলধন বাজার; (viii) পর্যাপ্ত স্টিয়ারিং, নিয়ন্ত্রক এবং প্রয়োগের ক্ষমতা, একসাথে বিচারক বেসরকারীকরণ এবং বেসরকারী সরবরাহকারীদের পরিষেবা আউটসোর্সিং সহ; (ix) ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলিতে জোর দিয়ে ব্যবসায়ের প্রচারে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশীদারিত্ব; (x) তথ্য অ্যাক্সেস; এবং (xi) প্রযুক্তিগত এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রচার। বাজারগুলি দুর্বল করা উচিত বা রাজ্যকে বাজারকে তার মৌলিক কার্যগুলিতে প্রতিস্থাপন করা উচিত তা ভেবে ভ্রান্ত নয়। একই সাথে, এটি উল্লেখ করাও গুরুত্বপূর্ণ যে জনজীবনের প্রতিটি বিষয়কে বাজার বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় বা কর্পোরেট পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। বরং বাজারগুলি এর সাথে মিলিত হওয়া উচিত। আসলে, বাজার এবং রাজ্যগুলিকে প্রতিপক্ষী শক্তি হিসাবে দেখা উচিত নয়, তবে সত্যই পরিপূরক হিসাবে দেখা উচিত।

রাজ্য এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা-

বিশ্বায়নের এক যুগে রাজ্য এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে শক্ত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এই ধরনের অংশীদারিত্বগুলি কেবল একদিকে কেবল বুদ্ধিমান, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে একটি প্রাণবন্ত নাগরিক সমাজের মধ্যে উদ্ভব হতে পারে। একটি প্রাণবন্ত ও দৃser্ নাগরিক সমাজের উত্থান, বিশেষত যেসব দেশে এটি কার্যত অনুপস্থিত ছিল, বিগত বিশ বছরের প্রবণতার মধ্যে এটি একটি স্বাগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তবে, এর কার্যকারিতা সমালোচনামূলকভাবে আইন, বিধি এবং নিয়মের একটি কার্যকর কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করে কেবল এনজিও এবং অন্যান্য সুশীল সমাজের সংস্থাগুলিরই নয় বরং তাদের কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাও সুরক্ষিত করে। সুশীল সমাজ সামাজিক সমস্যা সমাধানে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। ধর্মীয় সম্প্রদায়, শ্রমিক ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়, পাড়া সমিতি এবং এনজিও সমাজসেবা ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত, এবং অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য অনেক অভিনেতা ধারণা এবং অমূল্য মানব এবং আর্থিক সংস্থাগুলিতে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এবং ছোট দেশে স্বেচ্ছাসেবীদের শক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক কর্মচারী এবং নাগরিকদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে আরও উন্মুক্ত, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া উচিত এবং বিশেষত জনগণের কাছে আরও জবাবদিহি করা উচিত। একটি শক্তিশালী ও বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি প্রচুর প্রচলিত প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার খুব প্রয়োজন, যা মূলত দরিদ্রদের ব্যয়ে ধনী ও প্রভাবশালীদের পক্ষে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করতে এবং কার্যকরভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে সংহত করার জন্য সরকারি ক্ষেত্রের চারটি প্রধান ক্ষেত্র রয়েছে, যাতে আরও জোরদার করা দরকার।

এর মধ্যে রয়েছে: ১. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ২. মানবসম্পদ উন্নয়ন, ৩। রিসোর্স একত্রিতকরণ এবং আর্থিক পরিচালনা, ৪. উদ্ভাবন এবং তথ্য প্রযুক্তি সক্ষমতা বৃদ্ধি।

Conclusion–

এটি ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকার করা হচ্ছে যে কোনও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এবং বিশ্বায়নের ফলে সমাজের সকলের উপকার হয় তা নিশ্চিতকরণে সুশাসন একটি মূল উপাদান। রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারী খাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, শান্তি, বৃহত্তর স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্যতা এবং টেকসই উন্নয়নের সন্ধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন প্রশাসনের প্রশাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি ও সংশোধন বিভিন্ন বিষয়কে মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ, সকলের জন্য বিশ্বায়নের কাজ করা সহ; দারিদ্র্য ও আয়ের বৈষম্য দূর করা; মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রকে অগ্রগতি; পরিবেশ রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের প্রচার; এবং সহিংস সংঘাত পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা। রাজ্যগুলি হয় মানুষের স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি পরিমানের গ্যারান্টি দিতে পারে, বা বিকাশকে আটকে রাখতে পারে। সরকারী খাত কীভাবে কাঠামোগত, পরিচালিত ও পরিচালিত হয় এবং সেই সাথে কী নীতি অনুসরণ করা হয়, তাই লোকজনের মঙ্গলতে একটি দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছে।

এই যুগে বেসরকারী সংস্থাগুলি (এনজিও) এবং নাগরিক গোষ্ঠী থেকে শুরু করে সামাজিক আন্দোলন এবং ব্যবসায়িক সংঘগুলিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র-অভিনেতাদের উত্থানও দেখেছে, পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রকরণের বিভিন্ন ধরণের শিকড় ধরেছে। উন্নয়নের সহযোগিতা এবং নীতিতে 'সুশীল সমাজ' নিয়ে উদ্বেগের উত্থান বাজারজাতকারী সমাজকে সমর্থনকারী (সামাজিক গণতান্ত্রিক) আশেপাশের নব্য-উদার আদর্শের সাথে একত্রিত হয়ে সহায়তা দাতাদের দ্বারা প্রচারিত 'সুশাসন' শর্তাবলীর অংশ হয়ে উঠেছে। বৈশ্বিক আন্তঃসংযোগও তীব্রতর হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে মহামারী, খাদ্য থেকে আর্থিক, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বোঝায় যে কীভাবে বিশ্বের এক অংশে উদ্ভূত বিপদগুলি ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক আইটেম, মানুষ, জীবাণু, বায়ুমণ্ডলীয় কণা, অর্থ এবং অন্যান্য নেটওয়ার্ককে প্রভাবিত করার জন্য তথ্যের মাধ্যমে প্রসারিত করে অন্যত্র। উপন্যাসের ঝুঁকি এবং বিপদগুলি উত্পন্ন হয় যা সমস্ত মানুষ এবং স্থানগুলিকে প্রভাবিত করে, যদিও খুব ভিন্ন উপায়ে।

বিশ্বায়নের জন্য একটি নতুন যুগ–

নতুন বাজার – সেবার বাজার: ব্যাংকিং, বীমা, পরিবহন • নিয়ন্ত্রিত আর্থিক বাজারগুলি, প্রতিদিন 24 ঘন্টা • প্রতিযোগিতামূলক আইনগুলি নিয়ন্ত্রণে • বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং সহ গ্লোবাল মার্কেটগুলি

নতুন অভিনেতা – বহুজাতিক কর্পোরেশন • ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন • আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত • আন্তর্জাতিক এনজিওগুলি • আঞ্চলিক ব্লক, উদাঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা ফ্রি ট্রেড অর্গানাইজেশন (NAFTA), দক্ষিন আফ্রিকান উন্নয়ন সম্প্রদায় • নীতি সমন্বিত গোষ্ঠী জি ৪, জি 77, ওইসিডি (Organization for economic cooperation and development)।

নতুন নিয়মকানুন এবং নীতিমালা – বাজারের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার পছন্দ হিসাবে গণতন্ত্র গ্রহণ . মানবাধিকার সম্মেলনসমূহ . পরিবেশ অধিবেশনসমূহ .বাণিজ্যে বহুজাতিক চুক্তি • বহুপাক্ষিক সেবা, বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং যোগাযোগ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বহুজাতিক চুক্তি

নতুন সরঞ্জাম – শক্তিশালী কম্পিউটার এবং হোম কম্পিউটারগুলি • ইন্টারনেট এবং ইলেকট্রনিক যোগাযোগ • ফ্যাক্স মেশিন • সেলুলার টেলিফোন • কম্পিউটার-সহায়ক নকশা রেল, বায়ু, সমুদ্র এবং রাস্তা দিয়ে সস্তা এবং দ্রুত পরিবহন

(অভিযোজিত: ইউনাইটেড নেশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)। 1999. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন 1999. নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড।)

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিশ্বায়নকে নিখুঁত পদে পুরোপুরি ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা একটি সরল পদ্ধতি। চূড়ান্তভাবে, বিশ্বায়নের ফলে বেশ কয়েকটি দেশ যে সমস্ত স্থানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উপভোগ করে, সেখানে পর্যাপ্ত অবকাঠামো, ন্যায়নির্ভর সামাজিক সুরক্ষা জাল এবং সাধারণ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সমাজকে বৃহত্তর উপকারে আসে। অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে বিশ্বায়নের জন্য শক্তিশালী, দুর্বল রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সুতরাং, বিশ্বায়নের সুবিধাগুলি সমভাবে সমভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের এবং একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল একটি দক্ষ ও কার্যকর জন প্রশাসন সহ সুশাসন।